Re. 1.00
মূল্য ঃ ১টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : III Issue : I 15th APRIL, 2014 বৈশাখ, ১৪২১, বার্ষিক মূল্য-১০টাকা RNI No WBBEN/2012/46375

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০১৪, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন মিয়া মোঃ মাইনুল কবির, মঞ্চে উপস্থিত আছেন দীপেশ মিত্র,রামরমণ ভট্টাচার্য, ও সংস্থার সভাপতি পেলব মুখার্জী।

প্রাণায়ামের মতন শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম দুঃশ্চিন্তা কমাতে সাহায্য করে

ডাঃ মৃগেন গাঁতাইত

ধীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যয়াম যে মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে সে বিষয়ে পরীক্ষালব্ধ ফল লক্ষ করা গেছে।এ ব্যাপারে সম্প্রতি রোহতক পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস হাসপাতালে মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের উপর এক পরীক্ষা চালানো হয়। ৯৬ জনকে দু দলে ভাগ করা হয়।এক দলকে প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যয়াম 'ভস্ত্রিকা' এবং 'অনুলোম বিলোম' করানো হয়।অপর দলকে যোগাসন 'সূর্যনমস্কার' করানো হয়।দুই দলকেই প্রথমে মেমরি স্কেল, অ্যাংজাইটি স্কেল এবং সাধারণ ভাবে ভাল লাগার অনুভূতি ছক পুরন করানো হয়।তাদের হৃদযন্ত্রের গতির হারও মাপা হয়। ছয় সপ্তাহ পরে দু দলকেই পুনরায় উপরোক্ত স্কেলগুলোতে পরিমাপ করা হয়। দেখা গেছে, যারা প্রাণায়াম করেছিল তাদের ক্ষেত্রে চেতনা (Cognition) সাধারণ ভাল লাগার অনুভূতি এবং দুঃশ্চিন্তার ব্যাপারে অনেক উন্নতি হয়েছে। আর যারা শুধু যোগাসন করেছিল তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ ভাল লাগার অনুভূতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, কিন্তু চেতনা বা দুঃশ্চিন্তার তেমন উন্নতি হয়নি।

পরীক্ষার ফলে স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে, ধীর শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রাণায়াম ছয় সপ্তাহের মধ্যেই চেতনার উন্নতি ঘটাতে, দুঃশ্চিন্তা কমাতে এবং সাধারণভাবে শরীরে ভাল লাগার অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে। শুধু যোগাসনের বদলে যোগাসন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ধীর ব্যয়াম তাই বেশী কার্যকরী ।

এই ফলাফল থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি - তা হল, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যয়াম আমাদের করা উচিৎ। এতে কোন যন্ত্রপাতি লাগে না, অর্থ ব্যয় হয় না, অথচ আমাদের অনেক উপকার হতে পারে।

(সূত্রঃ Journal of Indian Medical Association, October, 2013)

২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানের বিবরণ।

২১শে ফেব্রুয়ারী "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস"। এ উপলক্ষে ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখ সোমবার বিকাল ৫:৩০ মিনিটে সূর্যসেন ভবনে সংস্থার পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শ্রী সমীর দেবনাথ ও শ্রীমতী নমিতা দাস যৌথভাবে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ উপদূতাবাস কলকাতার কাউন্সিলর ও দূতালয় প্রধান জনাব মিয়া মোঃ মইনুল কবির।

প্রথমেই সভাপতি ২১টি লাল গোলাপের তৈরী তোড়া ও স্মারক প্রদানের মাধ্যমে প্রধান অতিথিকে বরণ করেন। তাঁকে উত্তরীয় পড়িয়ে দেন আমাদের সহ-সভাপতি শ্রীমতি রাধা দত্ত। পরবর্তীতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। বেথুন ইন্সটিটিউট কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন। জয় ইউনিয়নের অতীত ইতিহাস উল্লেখ করে বলেন, ইউনিয়নের কার্যালয়েই বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি বলেন প্রবীণদের সেবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বেথুন ইন্সটিটিউটে কি ধরনের কাজ করা হয় তাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস"। আজ ২৪শে ফেব্রুয়ারী "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" উপলক্ষে আমরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ উপ-দূতাবাস কলকাতার কাউন্সিলর ও দূতালয় প্রধান জনাব মিয়া মোঃ মইনুল কবির। তিনি এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন। তাছাড়া আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখবেন আমাদের সহ-সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা ধৈর্য সহকারে উক্ত অনুষ্ঠান উপভোগ করুন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন আমাদের সহ-সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য । তিনি উপস্থিত সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের দুইটি প্রদেশ ছিল - পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তান। সেখানে বেশির ভাগ লোকের ভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠি উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ট লোকের ভাষা বাংলাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মূলত সেই সময় থেকেই আন্দোলনের সূচনা হয়। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠি শুধু ভাষার উপর নয় পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসী বাঙ্গালীদের উপর নানা ধরনের নির্যাতন চালিয়ে যেতে থাকে। তার প্রেক্ষিতে আন্দোলন আরও বিস্তৃতি লাভ করে। রাজনীতি সমাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনকারী জনতার মিছিলের উপর পাকিস্তানী পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায় এবং ঐ দিনের গুলিতে রফিক, বরকত, সালাম সহ নাম না জানা অনেকে মৃত্যু বরণ করেন। তাছাড়া আরও শতশত লোক আহত হন।

পরে এই আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠি আন্দোলনকারী নেতাদের নানা ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় জেলে ঢুকিয়ে নির্যাতন শুরু করেন। শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে এই আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন 'বাংলাদেশ' নামে একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ভাষার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন দেশের সৃষ্টি এটা ভাবা যায় না। কতটুকু আত্ম বিশ্বাসী হলে এ কাজ করা যেতে পারে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশ। তারা বাংলা ভাষাকে লালন-পালন করে যাচ্ছে। সেখানে বাংলা একাডেমির মাধ্যমে বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। তারাই পৃথিবার বুকে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি কলকাতার বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসের কাউন্সিলর ও দূতালয় প্রধান মিয়া মোঃ মইনুল কবির। তিনি উপস্থিত সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন প্রবীণ ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এটা জানতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। তারা আজ শহীদ দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমার বয়স অনেক কম ছিল । আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারলাম।

১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানী বাহিনীর গুলিতে সালাম, রফিক বরকত সহ শত শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। পরবর্তীতে লাখ লাখ মানুষের জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। বাংলা আমার মা, মায়ের ভাষা আমার ভাষা। ১৯৯৯ সালে ইউনিস্কো বাংলাভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। ১৯৩টি দেশে ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসাবে পালিত হয়। পৃথিবীতে অনেক ভাষা বিলুপ্তির পথে। কিছু কিছু ভাষা বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে বাংলা একাডেমি ঐ সমস্ত ভাষা নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছি। আজ আমি খুশী এমন একটি জায়গায় আছি আমার ভাষা আর তাদের ভাষা এক। আমি এখানে আসতে পেরে গর্বিত। আপনাদের আমন্ত্রণ পেলে আবারও আসব। তারপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

তারপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথমেই সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী সমীর দেবনাথ। সঙ্গীতের পর আবৃত্তি করেন শ্রীমতি মহুল মুখোপাধ্যায়, আবৃতির পর লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী পার্থ চৌধুরী। সঙ্গীতের পর আবার আবৃতি করেন শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী। পরবর্তীতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি নমিতা দাস। সঙ্গীতের পর শুরু হয় পুতুল নাচ। শ্রী দরাজ মন্ডলের পুতুল নাচ দেখে সকলে তার প্রশংসা করেন।

পুতুল নাচের পর শুরু হয় 'সাংস্কৃতিকী - কলকাতার' গীতি আলেখ্য 'মাতৃ ভাষা' উচ্চারিত হলে গীতি আলেখ্যের পর নাটক পরিবেশন করেন 'গড়িয়া সুচর্চা ।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি খুব মনমুগ্ধকর হয়। তারপর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংস্থার সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন। সবশেষে মিষ্টি মুখের আয়োজন করা হয়।

১৩ই মার্চ ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ডাঃ হেনরী নর্মান বেথুন-এর ১২৪তম জন্ম বার্ষিকী ও বেথুন ইন্সটিটিউটের নবম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানের বিবরণ।

ডাঃ হেনরী নর্মান বেথুন-এর ১২৪তম জন্মবার্ষিকী ও বেথুন ইন্সটিটিউটের নবম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ১৩ই মার্চ ২০১৪ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায় শ্রী পেলব মুখার্জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সভার শুরুতেই উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রভাতী খাস্তগীর। বিগত বছরে আমাদের সংস্থার সদস্য সদস্যা সহ যে সকল প্রিয়জনের জীবনাবসান হয়েছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন শ্রী দীপেশ মিত্র এবং উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করেন।

তারপর সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী বলেন ৩রা মার্চ ১৮৯০ এ মানবতাবাদী মহান ডাক্তার হেনরী নর্মান বেথুনের শুভ জন্মদিন আর ১৩ই মার্চ, ২০০৫ বেথুন ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস, এই দুইটি দিনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আজ ১৩ই মার্চ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আজকের সভায় উপস্থিতির জন্য সকলকে অভিনন্দিত করেন। তিনি ডাঃ নর্মান বেথুনের কর্মকান্ড নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তারপর গত ৯ বছরের সংস্থার কাজকর্মের বর্ণনা করেন। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি বিশিষ্ঠ চিকিৎসক এবং সমাজ সেবক ডাঃ গৌরিপদ দত্ত। তিনি বলেন বেথুন ইন্সটিটিউটের জন্মলগ্ন থেকে আমি এর সাথে জড়িত। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জী আমার ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তিনি যে কাজ আরম্ভ করে গিয়েছিলেন তাঁর সহকর্মীগণ তা সঠিকভাবেই পরিচালনা করছেন। এরা আমার পরমাত্মীয় আমাদের প্রচেষ্ঠা হবে মানুষকে স্বনির্ভর ও সচেতন করা। বর্তমানে ভোগবাদী সমাজ যে সর্বগ্রাসী রূপ গ্রহণ করেছে তাতে প্রতিদিন আমরা ধ্বংসের খবর পাচ্ছি। সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেন। তিনি আগেকার যৌথ পরিবারের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করেন । তখন ভাই বলতে শুধু সহধর ভাই নয়। মাসতুতো, পিসতুতো, খুরতোত ভাইদেরও বোঝাত। এখন যুগের পরিবর্তনে newclear family -তে মা, বাবাও হিসাবের বাইরে। আমরা সমাজের কিছু কাজ করতে চেষ্টা করছি কতদূর করতে পেরেছি তা জানিনা। এই সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনে শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সেবামূলক কাজে পরিনত করতে হবে। রোগহীনতা স্বাস্থ্য নয় শারিরীক, অর্থনৈতিক, মানবিক ও সামাজিক দিকও এর মধ্যে পড়ে। প্রবীণ ব্যক্তিদের শুধু চিকিৎসা পরিসেবা দিলে চলবেনা, সুস্থ্য রাখতে হলে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। নবীনদেরকেও আমাদের সাথে যুক্ত করতে হবে। তবেই আমাদের উদ্দশ্য ফলপ্রসূ হবে। তারপর আবারও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর সংস্থার সহ সভাপতি শ্রী রাম রমণ ভট্টাচার্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন গৌরীদা বর্তমান সামাজিক অবস্থা সহ সমস্ত বিষয় নিয়ে সুন্দর ভাবে আলোচনা করলেন। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমলদা একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর মানবতাবাদী মহান ডাঃ হেনরী নর্মান বেথুনের নামে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার ফলে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশী। ডাঃ হেনরী নর্মান বেথুনের কানাডায় জন্ম। দেশকালের গন্ডী পেরিয়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধে এবং চীনের ঐতিহাসিক লংমার্চে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিলেন। নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করেছেন। তিনি বলতেন রোগী ডাক্তারের কাছে আসবেন না, ডাক্তারই রোগীর কাছে যাবেন। বর্তমানে সমাজের অভূতপূর্ব দুরবস্থার উল্লেখ করে বলেন যে এখনকার সমাজে মেয়েদের কোন নিরাপত্তা নেই। ঘর থেকে বাহির হলে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত দুঃশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে হয়। এ অবস্থা পশ্চিববঙ্গে কখনও ছিল না। আমাদের ভাবতে হবে কি ভাবে এই অবস্থা থেকে পরিত্রান পাওয়া যায়। আমাদের সকলেরই বয়স হয়েছে তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে কি ভাবে নতুন প্রজন্মকে আমাদের সাথে যুক্ত করতে পারি।

বেথুন ইন্সটিটিউটের বর্তমান কাজকর্মের প্রশংসা করে তিনি বলেন যে এর পরিধি বাড়ানো উচিত। সবশেষে তিনি বলেন আমাদের হতাশ হওয়ার কোন কারন নেই, সকলে মিলে চেষ্টা করলে আমাদের লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারবো। প্রতি বছরই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবসে আমরা এলাকার শ্রমজীবি মানুষসহ প্রবীণ ব্যাক্তিদের মধ্য থেকে কয়েক জনকে সম্মাননা প্রদান করে থাকি। এ বছরও ৫ (পাঁচ) জনকে সম্মাননা জানানোর জন্য মনোনিত করা হয়েছে তারপর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

তারপর শুরু হয় সম্মননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। প্রথমেই ফুলের তোড়া, উত্তরীয় ও স্মরক প্রদানের মাধ্যমে শ্রী কুসুম কুমার দত্ত কে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন সভাপতিশ্রী পেলব মুখার্জী, শ্রী রবীন্দ্র কুমার পাল কে সম্মাননা জানান সহ সভাপতি শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী, শ্রী নির্মল চন্দ্র সমাদ্দার কে সম্মাননা জানান সহ সভাপতি শ্রী রাম রমন ভট্টাচার্য, শ্রী নির্মল্য রায় কে সম্মননা জানান সহ সভাপতি শ্রী সনৎ লাহিড়ী এবং সর্বশেষে শ্রী রঘুনাথ রায় কে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন সহ সভাপতি ডাঃ প্রান শঙ্কর সাহা। যাদেরকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় তারা সকলেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং বক্তব্যের মাধ্যমে বেথুন ইন্সটিটিউটেরে কাজকর্মের প্রশংসা করেন।

পরবর্তীতে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রথমেই পর পর ৩টি কবিতা আবৃতি করেন ইশান চক্রবর্তী। তারপর একে একে ৪টি সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রভাতী খাস্তগীর। সবশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র। অনুষ্ঠানের শেষে মিষ্টি মুখের আয়োজন করা হয়।

বেথুন ইন্সটিটিউট অফ্ জেরিয়াট্রিকস রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের আগামী দিনের কর্মসূচী ঃ-

স্থান ঃ ' বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়াম'
৩৯২এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলি - ৪৫
সময় ঃ বিকাল ৫:০০ মিনিট
কলিকাতা - ৭০০ ০৪৫

১৫ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ,১৪২১) ২০১৪ 'মিলনোৎসব'
৯ই মে (২৫শে বৈশাখ ১৪২১) ২০১৪ রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী
২৬শে মে ২০১৪ নজরুল জন্মজয়ন্তী

বেথুন ইন্সটিটিউটের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের ১৪২১ বাংলা নববর্ষের প্রতি ও শুভেচ্ছা জানাই

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা প্রত্যেক সদস্যকে জানানো যাইতেছে যে ইংরাজী ২০১৪-১৫ সালের জন্য সদস্যপদ পুনঃনবীকরণের কাজ ১লা এপ্রিল ২০১৪ থেকে শুরু করা হয়েছে। আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্যপদ নবীকরণের জন্য ১০/- এবং প্রবীণ বার্তার বার্ষিক চাঁদা বাবদ টা: ১০/- মোট ২০/- জমা দিয়ে আগামী ৩০শে মে ২০১৪ তারিখের মধ্যে সদস্যপদ নবীকরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে —
পেলব মুখীর্জী
সভাপতি

তারিখঃ ০১/০৪/২০১৪

শ্রদ্ধার্ঘ

কমরেড হরিদাস মালাকার আমাদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক

জন্মঃ ১২ই এপ্রিল ১৯২১ সাল
মৃত্যু ঃ ২২শে মার্চ ২০১৪

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre. Ph. : 033 2473 9642, 033-2414 7777 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700045, Editor - Sri Dipesh Mitra.